তারিখ JUL 01 2006
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৪

যায়যায়দিন

শেষ বাজেটেও নির্বাচনী প্রতিশ্রু
ক্ষার ব্যবস্থা রাখা হলো না

ব্ধ বেসরকারি শিক্ষকরা আবার আন্দোলনে যাচ্

া রিপোর্ট

বি পূরণ ছাড়াই জোট সরকারের সর্বশেষ বাজেট পাস হওয়ায় ক্ষুব্ধ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকরা। তারা বলছেন, নির্বাচনী মেনিফেস্টোর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও দের বেতনের শতভাগ সরকারি তহবিল থেকে দেয়ার বাজেটে না রেখে শিক্ষকদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। ল মুক্তাঙ্গনে বিরোধী দল সমর্থিত জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী এক প্রতিবাদ সমাবেশে বিএনপির ২০০১ সালের নির্বাচনী ফস্টোতে কালো কালি দিয়ে বাতিলসূচক ক্রস দেয়া হয়। স্লোগান দেয়া হয়- শিক্ষকবিরোধী বাজেট মানি না।

ট প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় আজ থেকে ধারাবাহিক লনে যাচ্ছেন ফ্রন্টের শিক্ষকরা। আজ সব বেসরকারি স্কুল-ঐক্যজোটও আজ এক ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করবে। থেকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবিরাম কর্মবিরতি সিদ্ধান্ত রয়েছে তাদের।

গতকাল শুক্রবার মুক্তাঙ্গনে বিশেষ প্রতিবাদ সমাবেশ ও কর্মসূচি পালন করেছে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট। স ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ ব বর্তমান নিপীড়ক সরকারের শেষ বাজেটেও বেসরকারি কর্মচারীরা প্রতারণা ও বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। ৫ শিক্ষক-কর্মচারী ও তাদের আড়াই কোটি আত্মীয়স্বজন য এর সমুচিত জবাব দেবেন।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ

বেসরকারি শিক্ষকদের বেতনে সরকারি অংশ

শেষ বাজেটেও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

উন্নীত করা ও চাকরি জাতীয়করণসহ ১৭ দফা দাবিতে ৮ জুলাই থেকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবিরাম কর্মবিরতি পালনে পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ। মণিসিংহ ট্রাস্ট মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে পরিষদের আহ্বায়ক, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ এমএ আউয়াল সিদ্দিকী এ কথা জানান।

সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়, গত নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্ষমতায় গিয়ে বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন ১০ ভাগ বৃদ্ধি এবং চাকরি জাতীয়করণ করবেন। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার সংসদে পাস হওয়া সরকারের সর্বশেষ বাজেটেও এ দুটি প্রতিশ্রুতি পালনে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এর মাধ্যমে সরকার শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের প্রতি অবহেলা করেছে, যা আমাদের অবিরাম কর্মবিরতি ঘোষণা দিতে বাধ্য করেছে।

শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট

বেসরকারি শিক্ষকদের দাবি পূরণ না করে সংসদে বাজেট পাস হওয়ার ব্যাপারে সরকার সমর্থিত আরেক সংগঠন শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ মোঃ সেলিম ভূঁইয়া যায়যায়দিনকে বলেন, সরকার বাজেটে কি দিল বা না দিল তা বিবেচ্য নয়, শিক্ষকরা আন্দোলনে থাকলে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে। তাই সরকারের উচিত শিগগিরই শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া মেনে নেয়া। ঐক্যজোট পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী আজ থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত এক ঘণ্টা করে কর্মবিরতি পালন করবে। ৬ জুলাই থেকে সংগঠনটি লাগাতার ধর্মঘটে যাবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের পূর্ণাঙ্গ চাকরিবিধি প্রণয়নসহ ৬ দফা দাবিতে বাংলাদেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশন আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে আজ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিস ঘেরাও, ৬ জুলাই জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও, ১৪ জুলাই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ, ১৯ থেকে ২৭ জুলাই কালোব্যাজ ধারণ এবং ২৮ জুলাই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহাসমাবেশ।

গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কর্মসূচি ঘোষণা করেন সংগঠনের সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমান মণ্ডল। এ সময় ফখরুদ্দিন জিগার, শাহ আলম, কবির হোসেন, নাছির আহমদ উপস্থিত ছিলেন।